

দীক্ষা প্রার্থনা

প্রশ্ন:- কোনাে আত্মজ্ঞানী সাধক বা যোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে প্রার্থনা করার পূর্বে শিষ্যরূপী ব্যাক্তির কিকরা উচতি ?

উঃ- কোনাে আত্মজ্ঞানী সাধক বা যোগীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে প্রার্থনা করার পূর্বে - শিষ্যরূপী ব্যাক্তির নিজেকে যাচাই করা উচতি। যথা :-

- (১) গুরুরূপী ব্যাক্তির সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব - দ্বিধা আছে কিনা।
- (২) গুরুরূপী ব্যাক্তির চরিত্র - আচরণ - ব্যাক্তিব সম্বন্ধীয় কোনাে অমলি বা দ্বন্দ্ব বা অবচার হচ্চে কিনা সেটা নিজের মধ্যে চিন্তন করা উচতি।
- (৩) গুরুরূপী ব্যাক্তির আচরণ - স্বভাব - বাক্য - ব্যবহার, চাল- চলন , তাঁর বাহ্যিক জীবনধারাকে মানিয়ে নিয়ে অন্তঃকরণ থেকে শ্রদ্ধা - ভক্তি - বনিয় - নম্রতা আদর্শে পালনের ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় কায় - মন বাক্যে পালন করার যোগ্যতা শিষ্যরূপী ব্যাক্তির নিজের মধ্যে আছে কিনা নিজেকে যাচাই করা উচতি।

মূলতঃ আত্মজ্ঞানী সাধকের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করার পূর্বে শিষ্যরূপী ব্যাক্তির নিজের অন্তঃকরণকে নিজেকে যাচাই করে গুরুরূপী ব্যাক্তির উপর সর্বকালে - সর্বপরিস্থিতিতে - সর্বস্থানে পূর্ণ শ্রদ্ধা - পূর্ণ বিশ্বাস - পূর্ণ নম্রতা - পূর্ণ বনিয় - পূর্ণ রূপে আদর্শে পালনের ক্ষমতা যদি লাভ হয়ে থাকে তারপরই কোনাে আত্মজ্ঞানী সাধকের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করা উচতি।

উপরোক্ত আচরণ গুরুরূপী ব্যাক্তির ওপর শিষ্যরূপী ব্যাক্তির যদি অভাব থাকে বা পূর্ণরূপে পালন করার ক্ষমতা না থাকে , তাহলে ততদিন পর্যন্ত দীক্ষা প্রার্থনা করা উচতি নয়।

শিষ্যরূপী ব্যাক্তির নিজেকে পূর্ণ যাচাই -এর পর বদান্ত অনুসারে উপরোক্ত যোগ্যতা লাভের পরই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচতি।